সমকাল

তারিখ 04 JUL 2015
পৃষ্ঠা ১১ কলাম ২

অছাত্রদের দিয়ে চলছে জাবি ছাত্রলীগ

■ আরিফুল নেহাল, *জাবি*

চরম অব্যবস্থাপনা, বিবাহিত ও অছাত্রদের দিয়ে চলছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের রাজনীতি। দীর্ঘদিনেও নতুন কমিটি না আসায় এবং সভাপতি-সাধারণ সম্পাদকের স্বেচ্ছাচারিতায় এ অব্যবস্থাপনার সৃষ্টি হয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। পাশাপাশি সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বর্তমান নেতৃত্বের প্রতি অনাস্থা জানিয়েছেন অনেকে। অছাত্রদের বাদ দিয়ে সংগঠনে ত্যাগী ও তরুণ কর্মীদের জায়গা করে দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন জুনিয়র কর্মীরা।

২০১২ সালের সেপ্টেম্বরে মাহমুদুর রহমান জনিকে সভাপতি ও রাজিব আহমেদ রায়েলকে সাধারণ সম্পাদক করে এক বছরের জন্য ২৫ সদস্যের কমিটি গঠন করে কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। দীর্ঘদিন কালক্ষেপণের পর ১৬১ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ কমিটি হলেও তিন বছরেও পূর্ণাঙ্গ হয়নি জাঘির হল কমিটিগুলো। এর জন্য জুনিয়র নেতাকর্মীরা শাখা ছাত্রলীগের সাংগঠনিক ভিত্তির দুর্বলতাকেই দায়ী করেন। বিশেষ করে ছাত্রী হলগুলোতে কোনো কমিটিই হয়নি।

অন্যদিকে, বর্তমান কমিটির মেয়াদ আরও দুই বছর আগে শেষ হলেও নতুন কমিটির কথা ভাবছে না বর্তমান কমিটি। খোঁজ নিয়ে জানা যায়, সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি শুরু থেকেই এমফিলের ছাত্র হিসেবে রয়েছেন। সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাসেলও ছাত্রত্ব টেকাতে নামমাত্র এমফিলে ভর্তি হয়েছেন। ২৫ সহ-সভাপতির মধ্যে ছাত্রত্ব নেই ২৩ জনেরই। আর আটজন সাংগঠনিক সম্পাদকের ছাত্রত্ব রয়েছে দু'জনের। যুগ্ম-সম্পাদকের মধ্যে ছাত্রত্ব রয়েছে মাত্র তিনজনের। ২৫ সম্পাদকের মধ্যে ছাত্রত্ব রয়েছে মাত্র সাতজনের। এ ছাড়া কমিটির ২৫ উপ-সম্পাদকের মধ্যে ৫ জন, ৩৩ সহ-সম্পাদকের মধ্যে একজন এবং কার্যকরী সদস্য ৩৩ জনের মধ্যে ৩ জনের ছাত্রত্ব নেই। যাদের ছাত্রত্ব আছে তাদের অনেকে আবার ক্যাম্পাসে নিয়মিত থাকেন না।

অন্যদিকে, কমিটির উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আবার বিবাহিত। ছাত্রলীগের একটি সূত্র জানায়, বর্তমান কমিটির প্রায় ১২ জনের অধিক নেতা পড়াশোনা শেষে বিয়ে করে ঘর-সংসার করছেন।

এ ছাড়া ছাত্রলীগের নেতাদের বিরুদ্ধে আবাসিক হলে অছাত্রদের স্থান করে দেওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতাকর্মী ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, রাজিব আহমেদ রাসেল ছাত্রলীগের নাম ভাঙিয়ে এলাকাকেন্দ্রিক রাজনীতিতে ব্যস্ত থাকেন। ক্যাম্পাসের বিভিন্ন সংকট মুহূর্তে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে ক্যাম্পাসে পাওয়া যায় না। কর্মসূচি বাস্তবায়নে ছাত্রলীগের সব পর্যায়ের নেতাকর্মীর মধ্যে সমন্বয় করা হয় না। শুধু প্রথমবর্ষের শিক্ষার্থীদের দিয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হয়।

নতুন কমিটিতে পদপ্রত্যাশী কয়েকজন জানান, নেতৃত্বের দুর্বলতার কারণে বিভিন্ন হলে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা সহাবস্থান করতে পারছেন না। সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক মারামারিসহ বিভিন্ন ঘটনার বিচার করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। শুধু সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদকের মধ্যে অন্তর্কোন্দলের কারণে ক্যাম্পাসে কয়েকটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। এ ছাড়া বর্তমান কমিটির নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে যৌন নিপীড়ন, মাদক ব্যবসা, ছিনতাই, সাধারণ শিক্ষার্থীদের এমনকি শিক্ষকদের পর্যন্ত মারধরের অভিযোগ রয়েছে।

বিশ্ববিদ্যালয় সাধারণ সম্পাদক রাজিবের বিরুদ্ধে এক সিন্ডিকেট সদস্যকে লাঞ্ছনার অভিযোগ রয়েছে। এ ঘটনায় তাকে সাময়িক বহিষ্কার করা হয়েছিল। গত বছর ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে মারামারির ঘটনায় সংঘাত এড়ানোর ব্যর্থতার দায়ে তাকে চার মাসের জন্য বহিষ্কার করেছিল কেন্দ্রীয় ছাত্রলীগ। এ ছাড়া এক নারীঘটিত বিষয়কে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বদেশ প্রত্যাবর্তন দিবসে ঝাড়ু মিছিল ও কুশপুত্তলিকা দাহ করেছেন শিক্ষার্থীরা (ছাত্রলীগের অপর একটি অংশ)। পাশাপাশি সভাপতির বিরুদ্ধে ভর্তিবাণিজ্যে সংশ্লিষ্টতার অভিযোগ রয়েছে বলে জানা যায়। সার্বিক অবস্থা বিবেচনায় ছাত্রলীগের সিনিয়র নেতারা মনে করেন, মেয়াদোত্তীর্ণ এই কমিটির সাংগঠনিক অবস্থা প্রায় ভঙ্গুর।

শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি মাহমুদুর রহমান জনি বলেন, আমরা কেন্দ্রকে শিগগিরই নতুন কমিটি দেওয়ার কথা বলব। আর অছাত্ররা যাতে নতুন কমিটিতে না আসে এবং জুনিয়র নেতাকর্মীদের নেতৃত্বে আনার ব্যাপারে সুপারিশ করা হবে। একই অভিমত ব্যক্ত করেন সাধারণ সম্পাদক রাজিব আহমেদ রাজিব।